উত্থান।

শ্রী (কাব্যানন্দ) প্রণীত

১৩০৯

মিত্রকুটীর
মুর্শিদাবাদ।

কলিকাতা,

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

তোমাদের লক্ষহৃদি যেন একজন,
উত্থানে উন্নতি-পথে আয়াস বিপুল ;—
মহা পরমাণু তাহে যাচিলে মিলন
জানি না সে শুদ্ধ করে কিম্বা করে ভুল !—

অনন্ত সাগর জলে কত না বুদ্বুদ উঠে,
স্বপ্নের দু'এক কথা কখন জগৎ রটে !

*　　　*　　　*

স্বর্গে মর্ত্ত্যে যে সম্বন্ধ,
তার ভাব যদি
তোমার পবিত্র হৃদে
জাগে নিরবধি,
তা' হ'লে আশীষ তব
ঢালি' মম শিরে
দীনের উত্থান খানি
লহ তুলি' ধীরে।

ওঁ

জননী জন্মভূমি—

উপক্রম।

দাঁড়াও অমন করি' যেও না, যেও না ওরে
চরণে দলি',
সুপ্ত পন্নগ সে যে হয় ত উঠিতে পারে
মরণ ঠেলি' !
বিষদন্ত ভগ্ন বলি' সদা তা'রে কর তুচ্ছ,
বৃথা কর আস্ফালন উচ্চে তুলি' ক্ষীণপুচ্ছ,
পীড় তা'রে, বধ তা'রে, নাশ তার আশাগুচ্ছ
মরমে দলি',
কিন্তু সুপ্ত সর্প সে যে হয়ত উঠিতে পারে
মরণ ঠেলি' !

অনাদি সে যুগ হ'তে জ্বলিছে প্রদীপ পূর্ণ
অমিত দাপে,
দু' দিনের শিশু তুমি, আজি ওগো আসি' তূর্ণ
নিবা'বে তা'কে ?
ক'রো না তাহারে ঘৃণা, ভেবো না সে অচেতন,
তোমার অধিক তা'র আছে শক্তি অতুলন,

যে বিশ্ব তোমার বল, সে যে তা'রো নিকেতন ;—
যামিনী যাপে
সে শুধু প্রভাত-আশে, উঠিবে প্রভাতে পুনঃ
অমিত দাপে !

সে ধরেনি কোন দিন, ধরিবে না কভু বুকে
সুপ্তি—মরণ,—
স্বরগ হইতে হ'ত আজো হয় তা'র মুখে
অমিয় ক্ষরণ !
বুকে তা'রে রাখ বাঁধি', ক'র নাক হতাদর,
অনাদরে ধ্রুবপ্রায় সাধনায় চরাচর
বিভাসি' জাগিতে পারে কোটি গুণ খরতর
আশার কিরণ !—
সে ধরেনি কোন দিন, ধরিবে না কভু বুকে
সুপ্তি—মরণ !! *

* এই উপক্রম-কবিতা ১৩০৯ আষাঢ় "আশাতে" প্রকাশিত হইয়াছিল ।

উত্থান।

(নিশা-শেষে স্বপ্ন)

"অতিক্রমি' সপ্ত-মহাসমুদ্র-কল্লোল
আজি মর্ত্ত্যে ওকি উঠে ভীম আর্ত্তরোল
ভীষণ মর্ম্মহা ! ধ্বনি উঠে অভ্র ভেদি',
রবি শশী স্তব্ধ যেন !—অনন্ত অনাদি
জনসংঘ ব্যাপি' আছে সপ্ত সিন্ধুতট,
কেন ক্ষুণ্ণ হাহাকার উঠিছে বিকট ?"

"হৃতশ্রী, গৌরবরশ্মি আজি অবলুপ্ত,
ত্রিদিবের উপেক্ষিত মৃতপ্রায় সুপ্ত,
হীন দীন, অনাদৃত মরত আগার
অপহৃত বাহুবল, শূন্য অন্তঃসার !
ঝঞ্ঝনা বাজে না আর অসিতে অসিতে,
বিলুপ্ত সৌভাগ্য-দীপ্তি দুর্ভাগ্য-মসিতে ;
ম্লান রবি, ম্লান চন্দ্র, নক্ষত্রনিকর,
ভীষণ তিমিরজালে ব্যাপ্ত চরাচর ;—

ক্ষুণ্ণ দীন তেজোহীন মর্ত্ত্যবাসিগণ
দণ্ডে দণ্ডে সহে তারা ঘোর উৎপীড়ন ;—
শুন, শুন, ডুবে সপ্ত-সমুদ্র-কল্লোল,
গগন তরাসি' ওকি উঠে আর্ত্তরোল !"

"বিপরীত অত্যাচারে ক্ষুণ্ণ মর্ত্ত্য সারা
দিকে দিকে জ্বলে বহ্নি নাহি বারিধারা !—
স্বর্গ হ'তে আসে দৈত্য নাশে জীবকুল
কি ভীষণ বিপরীত ! সন্ত্রস্ত আকুল
আজি মর্ত্ত্য। দৈত্য আসি' দেব-পরিচ্ছদে
কাড়িয়া মুখের গ্রাস লহে নির্ব্বিবাদে ;
তাহাদের সাধে বাদ প্রতি পলে পলে,
ক্ষমতার অনাচার নির্ম্মম-সবলে !

ঘোর বলে মর্ত্ত্যজীবে করিয়ে উলঙ্গ
সম্মুখে দাঁড়ায়ে দৈত্য হাসি' দেখে রঙ্গ,
কৃপাণ কাড়িয়া রাখে দৃঢ়-বজ্র-করে,
নিরবলম্বন তা'রা আত্মরক্ষা-তরে !"—

"হীনঅস্ত্র, হীনবস্ত্র দৈন্যে, অনাহারে,
উৎপীড়নে, উপেক্ষায়, নিত্য অত্যাচারে,
কত দিন বাঁচে জীব মেদরক্ত-কায় ?—
তাহাদের ন্যায্য ধনে তীব্র লালসায়

ছুটি' আসি' লুঠে দৈত্য দুর্ব্বারবিক্রম,—
ত্রিদিবে সুষুপ্ত শক্র হায় অচেতন !!"

"শুধু তাই ? আশ্রিতেরে ঘোর অনাদরে
লাঞ্ছে পুনঃ ভীমদর্পী চরণ-প্রহারে,
পশুর সমান করে তাড়না, সংহার,
উপজে না মনে লজ্জা অথবা শঙ্কার
লেশ ভাব ! ধিক্ তার কর্ত্তব্যের প্রতি।
দৈত্য পাপ জীবাধম অতি নীচমতি
বসি' পুনঃ অতি পূত দেবসিংহাসনে
দেবত্বের অপমান করে প্রতিক্ষণে
কি ভীষণ ! অণুমাত্র নেহারে না চাহি'
তা'রা জীব,—শ্রেষ্ঠ জীব,—তা'রা অবগাহি'
শান্তির বিমল নীরে রাখে অধিকার
আপনার ন্যায্য শক্তি করিতে প্রচার !
ধিক্ দেবে ! দৈত্য তা'রা !—কোথা তুমি শক্র,
তুমি কি বিলুপ্তনেত্র, ভীম ষড়চক্র
তোমার মস্তক'পরি ঘোরে অবিরাম ?—
আজি তবে !————"

দীপ্ততেজ নয়নাভিরাম
জ্যোতির্ম্ময় ঋষিমূর্ত্তি রুদ্র হুহুঙ্কারে
—যুগ্ম সূর্য্য নেত্র-যুগে কটাক্ষ প্রহারে

তীব্রতম—মহাশূল উত্তোলি' সবলে
হিমাদ্রি-শিখরে (যেন মহা সূর্য্য জ্বলে
উদয়-পর্ব্বতে !) ত্রস্ত আবির্ভূত। ঘোষি'
রুদ্রস্বনে মহাবাক্য, পুনর্ব্বার রুষি'
সর্ব্বহা ত্রিশূল করে ঘোর আস্ফালনে
নামিলা ভূতলে,—প্রতি চরণ-তাড়নে
লক্ষ শিলাখণ্ড করি' গিরিগাত্রচ্যুত
রুদ্র তেজে মহাঋষি ছুটিল সুদ্রুত
জীবভূমে ; তুলি' বাহু বিশাল বিপুল
অভয় ধ্বনিয়া মুখে, সে রুদ্র ত্রিশূল
আবার উত্তোলি' ঊর্দ্ধে ভীম ঝঞ্ঝাগতি
চলিলা ত্রিদিববর্ত্মে বিস্ফুরিতদ্যুতি।

বৈজয়ন্ত তোর দ্বারে আজি নিরমল
দিগন্ত উদ্ভাসি' কেন জ্বলে ঝল ঝল
দিব্য দ্যুতি? পশে আসি' বধিরি শ্রবণে
বাদিত্রের মহাধ্বনি; নন্দনকাননে
অযুত নন্দনশোভা আজি প্রকটিত,
উড়ে ধ্বজা, হয় হস্তী কত অগণিত
সজ্জীভূত, ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা যেন
বিপুল বৃংহিতে, হ্রেষে,—স্রাবে মদ কেন;
চঞ্চল উন্মুক্ত-গতি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
নৃত্য যেন জাগি' উঠে চরণে চরণে!

মন্দাকিনী আজি যেন উচ্ছ্বসে আকুল,
তটে তটে মূর্চ্ছি' পড়ে, গায়ে কুলুকুল্!
নাচে উর্ম্মি, নাচে তরী, উৎফুল্ল আবেগে
ছুটে মন্দাকিনীধারা দ্বিগুণিত বেগে!

আজি কেন সে উর্ব্বশী মেনকা রূপসী
পীয়ে সুধা ঢল ঢল রাকা শুভ্র শশী
আসে, দিশি উলসিয়া কৌমুদী-ছটায়
মোহি' বৈজয়ন্ত চলে অপূর্ব্ব ঘটায়!
আজি কেন ত্রিদিবের গগন-উপর
লক্ষ তারা জ্বলি' উঠে, পূর্ণ সুধাকর

নন্দনের পারিজাতে কুমুদ-কহ্লারে
স্নিগ্ধ স্নেহ দেয় ঢালি'! মৃদুল মল্লারে
হাতে হাতে ধ্বনি' উঠে অপ্সরার বীণ্,
চমকি' নিক্কণি' উঠে চরণ-বিলীন
মুখর নূপুর! স্নিগ্ধ সোহাগ-সম্ভার
ত্রিদিব-প্রসূন ফুটে যূথিকা মন্দার,—
সৌরভ বহিয়া আনে ত্রিদিবের দ্বারে
অনিল তরঙ্গগতি উচ্ছল বিহারে।

প্রত্যূষে সহস্ররশ্মি ত্রিদিব-আলয়
চুমিল, মৃণালে হাসি' জাগে কুবলয়;
প্রভাত-রাগিণী সনে বাদিত্র-নিক্কণা
শুনি' জাগি' উঠে ধীরে যত দিগঙ্গনা।

ভাস্বর ভাস্কর আসে মধ্যাহ্ন আকাশে,
অমনি সমগ্র পুরী ত্রিদিব-আবাসে
কাঁপি' উঠে বাদিত্রের মহা রুদ্র মন্দ্রে,
ছুটে ধ্বনি দূরান্তরে দিক্ রন্ধ্রে রন্ধ্রে;
কেন্দ্রীভূত দেবসেনা ঝঞ্চনি' করাল
দৈব মন্ত্রে হুহুঙ্কারি' খোলে তরবাল!—

ত্রিদিবের মহাসভা কোন্ মহোৎসবে
সজ্জীভূত সুবিরাট; হর্ষোৎফুল্ল রবে

প্রতিহত বায়ুরাশি।—সহসা উদ্ভাসি'
দিশি দশ, রুদ্রজ্যোতিঃ প্রবেশিল আসি'
মহাসভাতলে, তুলি' ত্রিশূল করাল
কাঁপাইয়া হুহুঙ্কারে রুদ্র জটাজাল
সূর্য্যমূর্ত্তি মহাঋষি ধ্বনিলা হুঙ্কারি'—

"——আজি তবে!—আজি তবে
তুমি কি বৃত্রারি
মত্ত এই মহোৎসবে?— মহাশূল-অগ্রে
উৎপাটি' লইতে পারি ত্রিদশ সমগ্রে
সেই মর্ত্ত্যপুরে যদি, নেত্র উন্মোচিয়া
পারি দেখাইতে তব কত লক্ষ হিয়া
বিদারিত, দীর্ণ,—চূর্ণ মহোৎসব তব
পারি নিবারিতে!——"
"এই দেবতা কি সব
তব পার্শ্বে, দূরে দূরে, শত শ্রেণীবদ্ধ?—
হা প্রভু! ভানুর রশ্মি হইয়াছে স্তব্ধ
রুদ্ধ ঘোর কালিমায়? ঘোর দৈত্যদল
শোভে তব পার্শ্বে পার্শ্বে; দেব সভাতল
দৈত্য সভা! লক্ষ দৈত্য মূর্ত্তি ছলনার
ব্যাপে দেববেশে আজি পুণ্য দেবাগার!"

"——তুমি মন্ত্রী, তুমি মন্ত্রী রুদ্র অগ্নিশিখা,
তীব্র তেজে তুমি আন কোটি বিভীষিকা ;
তুমি ধূর্ত্ত যমমূর্ত্তি নির্দ্দয় নির্ম্মম,
তুমি হান লক্ষ শেল ; দীপ্ত বহ্নিসম
শুষি' শেষ রক্তরেখা পাংশু ধমনির
অংশে অংশে জ্বাল জ্বালা প্রচণ্ড বহ্নির !"

"ক্ষুণ্ণ ক্লিষ্ট প্রজাকুল কভু নাভিশ্বাসে
লুণ্ঠিল কাতরে তব চরণ সকাশে,
সন্ত্রাসি' অযুত প্রাণ বিকট ভ্রুভঙ্গে
বধি' প্রজা, আজি তুমি মাতিয়াছ রঙ্গে !
ত্রিভূম রাখিয়া তুমি মুষ্টিবদ্ধ করি'
—বিরাট ক্ষমতা তব,—হরি হরি হরি !
একি কর অনাচার ! একি মন্ত্র তব
পাপছন্দে বিলাইলা দহিলা এ ভব !
নির্ম্মম পাষাণমূর্ত্তি তুমি সুচতুর
আসুরিক দম্ভে গর্ব্বে—হে বিরাট শূর !
কেন তব তীব্রমতি দিক্ দিগন্তরে
অঙ্গারিয়া শুভ্র যশঃ দুর্গন্ধ বিতরে !"

"——তুমি নৃপ, তুমি ইন্দ্র,—দিক্ চক্রবালে
শুন মন্দ্রে মেঘমালা দারুণ করালে,—

শুন শুন, মর্ত্ত্য হ'তে উঠি' হাহাকার
ঢাকে রুদ্র মেঘমন্দ্র !——দারুণ ধিক্কার !!
ওই মর্ত্ত্য হাহাকারে দিবস-শর্ব্বরী
লুটে যদি, তবে নৃপ সপ্তস্বর্গ ভরি'
তোমার গর্ব্বিত নামে অর্পি অপযশ
দিবে সবে করতালি !————"

"—উঠ অনলস
হে অনঘ, বজ্রধর. বৃত্রহা, বিরাট,
হে বরিষ্ঠ, পরাক্রমী ত্রিলোক সম্রাট,
উঠাও দম্ভোলি তব, হান তুমি হান
পাতকীর মুণ্ড লক্ষ্যি,'--আন পুনঃ আন
স্থাপ সেই মহাশক্তি ধরিত্রীর বক্ষে,
তোমার মহিমাধ্বজা উঠুক অলক্ষ্যে
ভেদি' অভ্র ! হে বাসব, সান্ত্বনা আবার
দাও তব প্রজাকুলে, তীব্র হাহাকার
ঘুচাও !————"

"————অথবা তুমি কহ নৃপ কহ,
দুঃসহ পীড়নে সারা মর্ত্ত্যে অহরহ
উঠিয়াছে মর্ম্মান্তিক আর্ত্ত-কোলাহল,—
তুমি যদি অপারগ নিশ্চেষ্ট অটল

শাসিতে ধরণী ধরি' দৃঢ় ন্যায়দণ্ড,—
রহ মূক, রঙ্গে মত্ত প্রায় অপোগণ্ড.
বিলাসে বিহ্বল শুষি' মর্ত্ত্য-রক্তধারা
ঐশ্বর্য্যবিকারে পুনঃ নিত্য আত্মহারা,—
বিস্মৃত-কর্ত্তব্য নৃপ, নিরুদ্ধ শ্রবণে
পশে না সে আর্ত্তধ্বনি, অশনি-ধারণে
বিকল ও বাহু যদি, দেহ আজ্ঞা তবে,
এ রুদ্র ত্রিশূল মম প্রচণ্ড আহবে
আনিবে ত্রিদিবমর্ত্ত্যে একাকার করি',
সপ্তস্বর্গ রসাতল চকিতে শিহরি'
উঠিবে গর্জ্জিয়া যেন অযুত জীমূত
করাল ভয়াল ! রুদ্রতেজে অদ্‌ভুত
দণ্ডে দণ্ডে দৈত্যদলে দহি' দাবানলে
দাঁড়াবে বিক্রমে আসি' হাসি' খল্‌খলে
বৈজয়িক ! স্তব্ধ, ক্ষুব্ধ, হবে কম্পমান
আস্তম্ভ সে ব্রহ্ম,—মর্ত্ত্য লভিবে উত্থান !!"

"——কিন্তু নৃপ,হে সম্রাট, তব মুখ চাহি'
আসিনু অযুত কোটি অদ্রি সিন্ধু বাহি'
তোমার সম্মুখে ; ইন্দ্র, মহা মহোৎসবে
তুমি মত্ত ; মর্ত্ত্যে তব মহাঘোর রবে

কাঁদে কোটি কোটি প্রজা দৈত্য-অত্যাচারে
তুমি চাহ চক্ষু মেলি' সেই সবাকারে।"

"স্বর্গ, স্বর্গ,—সেই স্বর্গে বাসে না দেবতা ?
চির অনশ্বর সেথা মুক্ত-স্বাধীনতা ?——
মর্ত্ত্যে স্বর্গে তব স্নেহ তোমার করুণা
অজস্র, অক্ষয়, সম,—উজ্জ্বল অরুণা
ঊষা যবে রশ্মি ল'য়ে চুমে প্রাচীমূলে
তোমার করুণা বেগে ছুটে কূলে কূলে ;
আজি কেন স্থূলে ভুল ?—মহিমামণ্ডিত
তোমার ও ন্যায়দণ্ড আজি কি খণ্ডিত
ন্যায়-রিপু-করবালে ?——"

"——চাহ নৃপ চাহ,
ওই দূর দূরতর সাগর-প্রবাহ
অপূর্ব্ব তরঙ্গভঙ্গে লক্ষ প্রতিঘাতে
চলে দ্রুত ; তপনের নব রশ্মিপাতে
তা'র মাঝে জাগি' উঠে প্রফুল্ল, নধর
কত দ্বীপ, কত দেশ চিরমনোহর !"——

"তোমারি মহান্ দণ্ডে তা'রা সংশাসিত,
তোমারি মহিমাতেজে তা'রা উদ্দীপিত ;

তা'রা কেন হাসি' উঠে প্রভাতের বেলা,—
তথা কেন সন্ধ্যা পরে তারার মেখলা,
তথা কেন শুক্লাতিথি রাজে চিরকাল,
তা'রা কেন হাতে হাতে ধরে করবাল ?
মহা গর্ব্বে রোধে তা'রা অরাতির গতি
নিজ বলে ; বাহুমূলে অপূর্ব্ব শকতি
ধরে তা'রা সুস্থচিত্ত ;—তাহাদের বীণা
মুক্তস্বরা ;—করে তা'রা আন্তরিক ঘৃণা
পরমুখে পরদ্বারে চাহিতে বিলোল,
আপনার তেজে তা'রা আপনি বিভোল !"

"সেইত মহিমান্বিত ন্যায়দণ্ড-তলে
ধরিত্রীর ন্যায্য শান্তি কোন্ পাপ-ছলে
দৈত্যকরতলগত ?—সেই দৈত্যগণ
তোমারি নামেতে নৃপ তব সিংহাসন
করে কলুষিত, পুনঃ নানা ছন্দে মোহি'
শোষে মর্ত্ত্যরক্ত !—তুমি রহিয়াছ সহি' !!"

"রসাতলে জ্বলে আজি তপন-প্রদীপ,
নৈশ গগন তথা চন্দ্রমার টিপ
পরিহাসে,—মর্ত্ত্য তব সৃষ্টিসার আজি
তব দ্বারে হের হের দীন বেশে সাজি।

—সেই স্রোত আজো নামে তুঙ্গগিরি হ'তে,
আজো বহে সু-শ্যামল সু-উর্ব্বর পথে,
সেই ভূমি আজো ধরে সেই উর্ব্বরতা,—
শুধু জীব-হৃদিমাঝে ঘোর দুর্ব্বলতা
আসিয়াছে যেন তব কর্ত্তব্যের'পর
আরোপি' তাচ্ছল্য ভাব ঘোর অনাদর !"

•

"কহ কহ, দেহ আজ্ঞা বহুক আবার
শান্তির শীতল ধারা ; মরত-আগার
হোক মর্ত্ত্য,—নরকের লীলাক্ষেত্র যেন
নাহি রহে, দৈত্যে কর বিহিত শাসন।
মর্ত্ত্যের কি দোষ ? তব রাজদণ্ড যদি
নিশ্চেষ্ট নীরবে সুপ্ত রহে নিরবধি,—
তা'রা ত সঁপিয়া দেছে তোমার সুকরে
তাহাদের ধন-প্রাণ সরল অন্তরে,—
তা'রা ছিল সুবিক্রম সিংহের শাবক,
তাহাদের বল-বুদ্ধি জ্বলন্ত পাবক,
তব অবহেলাহেতু দৈত্য-অত্যাচারে
মার্জ্জারপ্রকৃতি এবে ঘোর অবিচারে !"

"তাহাদের দন্ত-পদ-কেশর-নখর
দিয়াছ ভাঙ্গিয়া, যেন নিস্পন্দ বর্ব্বর

জড়পিণ্ড প্রায় করি' ! একি প্রভু ধর্ম্ম ?—
সম্রাট-দায়িত্ব বহি' কর এই কর্ম্ম
আশ্রিত প্রজার প্রতি ?—তারা সর্ব্বপ্রাণে
দৃঢ় আত্মসমর্পিত তব সন্নিধানে,
আজো তারে অবিশ্বাস !—ছি ছি একি লজ্জা !
তুমি কি বহ না নৃপ মেদ-রক্ত-মজ্জা
ও পুণ্য শরীরে তব ?"

"তোমার আশ্রিত,—
অনন্ত ক্ষমতাশালী মহিমামণ্ডিত
হে সম্রাট ! তবাশ্রিত তোমার সন্ততি
হবে নীচ ফেরুপাল, হীন, দীনমতি,
তা'ই চাহ ! ঘোষিবে যে সারা সৃষ্টিতলে
তোমার কলঙ্ক—স্বর্গে এ মহীমণ্ডলে,—
তোমার আশ্রিত দীন !!!"

"তুমি হে সম্রাট,
উঠ ধরি' ভীমমূর্ত্তি ভয়াল বিরাট,—
শুন শুন, হাহাকার আসে রুদ্রশ্বাসে,
হের হের দহে মর্ত্ত্য ভীষণ হুতাশে,
গর্জ্জে, গর্জ্জে প্রলয়ের তীব্র হুহুঙ্কার,—
এখনো কার্ম্মুকে তব ধ্বনে না টঙ্কার !—

তুমি শক্র, তুমি ইন্দ্র, দিগ্‌দাহীতেজে
উঠ সিংহাসন ত্যজি, অগৌণে অব্যাজে
আন তব উগ্রমূর্ত্তি দারুণ ভয়াল
আন বজ্র, সর্ব্বনাশী অরুন্তুদ কাল
গ্রাসে মর্ত্ত্য ক্ষুণ্ণ ক্লিষ্ট তব প্রজাকুল,
হাহা নৃপ, কর কর পাতকী নির্ম্মূল !"—

"—তব স্নেহউৎস খোল, পুত্রনির্ব্বিশেষে
সাজাও মর্ত্ত্যেরে তুলি' তব রাজবেশে।—
বিপুল সাম্রাজ্য মর্ত্ত্য ন্যায্য অধিকার
রাখে সে দাঁড়াতে করি' দিগন্তে প্রচার
আপনার মহাশক্তি ; সে স্বাবলম্বনে
দাঁড়াইবে, সারা সৃষ্টি সুমুহুঃ কম্পনে
উঠিবে চমকি !—নৃপ, দিকে দিকে দিকে
তোমার প্রজার শক্তি যেন অলৌকিকে
ছুটে বেগে, দেয় তব মহিমার সাক্ষ্য,—
তাই তবে দাও আজি, দাও সহস্রাক্ষ
দাও তাহাদের হাতে শাণিত কৃপাণ,
দাও তাহাদের হাতে বিজয়-নিশান
তব নামাঙ্কিত মহা মহিমামণ্ডিত,—
কর আজ্ঞা, তা'রা কভু নহে, নহে ভীত

অরাতির পথ রুধি' দাঁড়াতে গরবে
তব নামে জয়ধ্বনি গায়ি' বীররবে !"

"তোমার মহিমাদৃপ্ত তর্জ্জনী-হেলনে
ছুটিবে অযুত রথী দানব-দলনে
ভীম পরাক্রমে ; জয়-প্রালম্বিকা গলে
ধরি' তারা ফিরিবেক অক্ষত ! অনলে
অগাধ সলিলতলে—শিখা, ঊর্ম্মি ধরি'
যুঝি তারা জিষ্ণুমূর্ত্তি, অদ্রিশিরোপরি
স্থাপিবে—জীমূতমন্দ্রে তব জয়রবে—
তোমার বিজয়ধ্বজা অভ্রভেদী ভবে !"

"ভস্মাবৃত আছে নৃপ ভীম হুতভুক্,
সে ভস্ম উৎখাতি' ফেল,—জ্বলুক জ্বলুক
সারা মর্ত্ত্যে বিক্রমের ভীম দাবানল,
দহুক পাতক-মূর্ত্তি নীচ দৈত্যদল !
স্বার্থপর অর্থগৃধ্ন, কুচক্রী বিষম
ভীষণ কুহক-জালে দৈত্য যম-সম,—
হাতে ধরি' মোহি' মন্ত্রে করে সর্ব্বনাশ,
দৈত্যের কবলে মর্ত্ত্যে ঘটে সর্ব্বগ্রাস !"

"—তোমার গৃহেতে রহে নিদ্রিত শার্দ্দূল,
তুমি তাহে শিবা বলি' কি বিষম ভুল

করিয়াছ ! হে সম্রাট, আছ তুমি জ্ঞাত
এই মর্ত্ত্য চিরকাল সৃষ্টিতে প্রখ্যাত
বিশ্রুতকীর্ত্তি——"
"——তোমার সিংহাসন-তলে
রবে পড়ি, দীন ভাবে ? তুমি অবহেলে
অবজ্ঞা করিবে তা'রে ?—হে ক্ষমতাশালি,
তোল তা'রে হাতে ধরি', মুছাইয়া কালী
তা'র ক্ষুণ্ণ হৃদি হ'তে ; আদরে আহ্বান
কর তব পার্শ্বে, মর্ত্ত্য লভুক উত্থান !

"——এই হের তব পার্শ্বে সর্ব্ব সৃষ্টি হ'তে
কত শক্তি সমবেত কত শতে শতে,—
তা'দের ললাটে শোভে উজ্জ্বল মাণিক,
তাহাদের স্ফীত বক্ষে জ্বলে ধিকিধিক্
কি মহান্ সম্মানের কি উজ্জ্বল চিহ্ন
তোমারি অর্পিত সব,—তবে কি বিভিন্ন
মর্ত্ত্য আজি তব কাছে ? হে সম্রাটসার !
উচ্ছলি' উঠুক তব করুণার ধার
তা'র তরে ; কর তা'রে সাদরে আহ্বানে
তব পার্শ্বে, হোক্ মর্ত্ত্যে শুভ অভ্যুত্থান !"

"আন মন্ত্রপূত বারি, অভিষেক-মন্ত্রে
স্থাপ মর্ত্ত্যে মহাশক্তি, মর্ত্ত্য-হৃদিতন্ত্রে
উঠাও ধ্বনা'য়ে পুনঃ বিক্রমের সুর,
কর তা'র শূন্য হৃদি শান্তি-ভরপূর।"

"উঠ গর্জ্জি' হে জলধি তরঙ্গ-তাণ্ডবে,
উঠ গর্জ্জি' ভো অম্বর ভীম-রুদ্র রবে,
উঠ নৃপ উঠ গর্জ্জি' বজ্রদণ্ড ধরি',
জীবন প্রতিষ্ঠা কর মর্ত্ত্যের উপরি,—
বীর নৃত্যে উঠ নাচি' মর্ত্ত্যবাসিপ্রাণ
সৃষ্টিতলে হোক তব পুনরভ্যুত্থান!"

"উঠ গর্জ্জি' হে ত্রিশূল! রুদ্রতেজোগর্ব্বে
তুমি মহা জয়স্তম্ভ এ উত্থান-পর্ব্বে
হিমাদ্রির মহাশীর্ষে কর অবস্থান
ঘোষিও জগতীতলে এ মহা উত্থান।"

"——আজি তব নেত্রে নৃপ বহে দরদর
সুধাধারা, এই নীরে অভিষেক কর;—
এস তব পুণ্য-হস্ত দাও মর্ত্ত্যশিরে,
তন্দ্রা হ'তে বহুদিনে বিনাশি' তিমিরে
জাগুক আলোক সাথে মর্ত্ত্য সুপ্রভাতে,
তোমার এ মহাকীর্ত্তি অনন্ত প্রভাতে

জ্বলিবে সুচির নৃপ বিশ্ব-মহাকাশে।
হাস তুমি, হাস মর্ত্ত্য! আজি রুদ্ধশ্বাসে
চমকি' চাহিবে দৈত্য!—এ ত্রিশূল ভীম
রবে তব কীর্ত্তিস্তম্ভ সুমহামহিম!
হাস নৃপ, হাস, হাস সর্ব্ব দেব-স্থান,—
মর্ত্ত্যে আজি সুপ্রভাতে মহা অভ্যুত্থান!!!"

* * *

* *

——একি স্বপ্ন! তাই যদি, এস ভাই আজি,
—এখনো সে রুদ্র ধ্বনি উঠে কানে বাজি'!—
স্বপ্ন নহে, মহা সত্য, এস এক প্রাণ,
স্বপন সফল কর, লভহ উত্থান!

উপসংহার

সত্য হয় নাকি ওগো,   সত্য হয় নাকি,
স্বপ্ন নিশা-শেষে ?—
ওই ত উঠিছে রশ্মি   উদ্ভাসিয়া দিক
স্বর্ণভাতি হেসে !—
আমি ত জাগিয়া উঠি'   শুনিতেছি বিহগের
মধু কলস্বর—
তা'র মাঝে যেন, যেন, রুদ্র মন্দ্রে ধ্বনি' উঠে
দীপ্ত ঋষিবর !—

সে আহ্বানে লভিবে না   ধরণী উত্থান
দৃপ্ত তেজোভায় ?—
জুড়াবে না মর্ত্ত্যপ্রাণ   ত্রিদিব-ক্ষরিত
স্নিগ্ধ শান্তি ছায় ?—
সেই ধ্বনি,-রুদ্রধ্বনি- অতি তীব্র—তীব্রতম,
তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার,—
মহারুদ্র তালে যেন   ছুটুক দিগন্তে মর্ত্ত্যে
প্রতিধ্বনি তা'র !—

বজ্র দৃঢ় মুষ্টে সবে   ধর বিশ্বমূল,
তুঙ্গ শৃঙ্গে উঠ,

উত্তাল উচ্ছ্বাসময় সিন্ধু-ঊর্ম্মি লহ
পাতি' বক্ষপুট ;
আলস্যের আবরণ ছুঁড়ে দাও দূরে ফেলি',
মুক্ত কর আলো,
সম্বরি' উচ্ছিষ্টে লোভ, দিকে দিকে যাহা পাও
অনুকর ভাল।

ওই শুন ঋষিবর সেই রুদ্রস্বরে
স্বপন-উত্থান-গীতি গাহে শক্রপুরে,—
আহ্বান, আশ্বাস আর ভরসা বিপুল
আঁকড়ি' গর্জ্জিয়া উঠে সে রুদ্র ত্রিশূল,
স্বপ্ন নহে, হোক সত্য, মর্ত্ত্য লভি' ত্রাণ
গাউক জলদ-মন্দ্রে আবার উত্থান !

॥ শান্তিঃ ॥

মিত্র কুটীর,
মুর্শিদাবাদ।
বৈশাখ...১৩০৯।

দ্বিতীয় খণ্ড।
১৩০৯

সুধা।

বার্ষিক মূল্য
দুই টাকা।

মাসিক-সাহিত্য-পত্রিকা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম. এ.
শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার-
সহকারিসম্পাদককর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"SUDHA a valuable addition to Bengalee Periodical literature."

"SUDHA getting on magnificently"

Indian Nation (*twice*)

Assam Friend, বঙ্গবাসী, বসুমতী, এডুকেশন গেজেট, ঢাকাপ্রকাশ, মেদিনীবান্ধব, মুর্শিদাবাদ হিতৈষী, মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি, প্রতিকার, নবপ্রভা, আরতি, আশা, নবপ্রতিভা প্রভৃতি বঙ্গের সমস্ত সাপ্তাহিক ও মাসিকে অতি গৌরবের সহিত "সুধার" নামোল্লেখ দেখা যায়। সুদূর মফঃস্বল হইতে "সুধা" কিরূপ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে, তাহা ভারতের মুখপত্র সুপ্রসিদ্ধ *Indian Nation* এর একাধিকবারের অভিমতি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বড় বড় লোক বলেন, "সুধা" বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মাসিক; সুধু মুর্শিদাবাদের নহে, "সুধা" সমগ্র বঙ্গের গৌরবস্বরূপ।

"*Sudha*—On perusal I find it excellent in every way. I am glad to learn that it is the first periodical of its kind. * * * kindly enlist me a subscriber for two copies—a month.—&c."

B. R. Mehta I. C S.

নমুনার মূল্য সাড়ে চারি আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ভারতে দুই টাকা, বিলাতে ও জাপানে চারি টাকা। অর্ডার করিলে ভিঃ পিঃতেও পাঠান যায়।

ম্যানেজার সুধা,

সুধা-কার্য্যলয়, মুর্শিদাবাদ।



সুধা, নব্যভারত, হিন্দুপত্রিকা, আরতি, আশা, উৎসাহ,
পন্থা, বঙ্গভূমি, অতিথি, শ্রীগৌড়ভূমি, আলোচনা
প্রভৃতি বঙ্গের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রের
নিয়মিত লেখক—

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার প্রণীত

কাব্য গ্রন্থ

চিত্র

মূল্য, সাধারণ—বার আনা।

সুন্দর বাঁধাই—এক টাকা।

সুধাসাহিত্যবিভাগে, গুরুদাসবাবুর নিকটে ও মজুমদার-লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

সম্পাদক ও প্রকাশক
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মুর্শিদাবাদ।